উম্মতের মরণে জীবনের আর্তনাদ

কালজয়ী খুতবায়ে-শামিয়া

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী

Hutbe-i Şamiye

অনুবাদ ও সম্পাদনা

আহ্‌মদ বদরুদ্দীন খান
সম্পাদক, মাসিক মদীনা

মাসিক মদীনা পাবলিকেশান্স

উম্মতের মরণে জীবনের আর্তনাদ

কালজয়ী খুতবারে-শামিয়া

অনুবাদ ও সম্পাদনা

আহ্‌মদ বদরুদ্দীন খান

সম্পাদক, মাসিক মদীনা

দ্বিতীয় প্রকাশ : মহররম ১৪৩৯

আশ্বিন ১৪২৪

অক্টোবর ২০১৭

Khutba-e-Shamia

Written by :

Bediuzzaman Sayed Nursy

Translated & Edited :

Ahmed Badruddin Khan

(Editor : Monthly Madina)

Published by :

Monthly Madina Publication

38/2 Bangla Bazar, Dhaka-1100

মূল্য : ১৬০ (একশত ষাট টাকা)

পরিবেশক

মাসিক মদীনা পাবলিকেশান্স

৩৮/২, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ০২-৭১১৯২৩৫, ০১৭৩১-৫১২১৩৫

monthlymadina@gmail.com

www.mashikmadina.org

প্রকাশক

সোজলার পাবলিকেশান্স লিঃ

SÖZLER PUBLICATIONS LTD.

মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

ফোন : ০১৭৬৭৮২২০৬৪, ০১৬৭৬৫১৮৯৮৭

sozlerpublicationbd@gmail.com

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী ও রিসালায়ে নূর সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম মুফতি মোহাম্মদ তাকী উসমানী (দা.বা.)-এর অভিমত

১৯২৩ সালে তুরস্কে উসমানী খেলাফত বিলুপ্ত করে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী ধর্মহীন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। যার ফলে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুশাসনগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর হস্তক্ষেপ শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় একসময় তুরস্কে আরবীতে আযান বন্ধ করে দেওয়া হয়। আরবী ভাষায় ধর্মীয় বই-পুস্তক প্রকাশ ও শিক্ষাদানের প্রতিও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। জনসাধারণকে টুপির স্থানে ইংলিশ হ্যাট পরিধান করার আইন প্রণয়ন করে জোর-জবরদস্তি করা হয়। মোটকথা, এসব ধর্ম-বিবর্জিত হিংস্র কার্যকলাপ আর কোনো ইসলামী জনপদে দৃশ্যমান হয়নি। আল্লাহর মেহেরবানিতে পর্যায়ক্রমে পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে থাকে। কিন্তু তুরস্কের শাসন-ব্যবস্থায় ধর্মহীনতা জেঁকে বসে এবং দেশের ধর্মীয় আকাশ খোদাদ্রোহিতার কালো মেঘে ছেয়ে যায়। বর্তমানে আল্লাহর মেহেরবানিতে এই ভয়ংকর অবস্থার আশাব্যঞ্জক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

দেশের ধর্মীয় এ অমানিশার ঘনঘটায়ও তুরস্কের ওলামায়ে কেরাম ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে থাকেন। তারা বিভিন্ন অঙ্গনে নিজেদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এ ধারার কার্যক্রমে কয়েকটি গ্রুপ অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে আছে।

প্রথমতঃ, ঐসব আলেম যারা দৃশ্যপটের গোপনে থেকে ইসলামী শিক্ষা সংরক্ষণের জন্য জীবন বাজি রেখে কাজ করতে থাকেন।

দ্বিতীয়তঃ, আল্লামা বদীউজ্জামান সাঈদ নূরসী রাহ.-এর অরাজনৈতিক ঈমানী আন্দোলন। তিনি তার রচিত রিসালায়ে নূরের দাওয়াত ও তাবলীগ এবং ইসলাহী লেখনীর মাধ্যমে অলৌকিকভাবে নওজোয়ানদের মধ্যে ইসলামী নবজীবনের ধারা সৃষ্টি করেছিলেন। তার প্রভাব সমাজের প্রত্যেক স্তরের জনসাধারণের মাঝে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

তৃতীয়তঃ, দাওয়াত ও তাবলীগের প্রভাব এর সাথে যোগ হয়েছে। বর্তমানে এই তিন দলের ইসলাম প্রচার ও প্রসারের প্রভাব ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে।

আল্লামা তাকী উসমানী

রচিত 'দুনিয়া মেরী আগে' কিতাব থেকে সংগৃহীত

অভিমত

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী সম্পর্কে

শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রাহ.)

শাইখ সাঈদ নূরসী হলেন, বিপদ মুকাবেলায় পাহাড়ের দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক জগদ্বিখ্যাত আলেম। মুসিবতের ভেলায় ভাসতে থাকা এক দূরচেতা দ্বীনের দাঈ। জীবনের কঠিন থেকে কঠিনতম মুহূর্তে সত্যের ওপর টিকে থাকা এক মর্দে মু'মিন। জীবনযুদ্ধে আল্লাহর হুকুমের ওপর অবিচল এক সাহসী মুজাহিদ। ইবাদাত ও সাধনায়, যিকির ও মুযাকারায় আত্মসমাহিত এক দরবেশ।

'বদিউজ্জামান' উপাধি যাকে জগতে খ্যাতি এনে দিয়েছে। উস্তাজ বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী তুরস্কের ইসলামি জাগরণের অগ্রদূত। তাঁকে তুরস্কের ধর্মীয় জাগরণের অগ্রসেনা ধরা হয়। আধুনিক সময়ে তাঁকে ইসলামি জাগরণের সবচেয়ে বড় কেন্দ্রীয় পুরুষ হিসেবে গণ্য করা হয়।

আল্লাহ্ পাক স্বীয় ক্ষমা ও মাগফিরাতের চাদরে তাঁকে ঢেকে নিন। তাঁর অফুরন্ত রহমত ও অনুগ্রহ তার ওপর বর্ষণ করুন। আমাদেরকে ও সকল মুসলমানকে তাঁর জ্ঞান দ্বারা উপকৃত করুন। আমিন।

শাইখ আবদুল ফাতাহ্ আবু গুদ্দাহ (রাহ্.) রচিত
'আল-উলামা উল উজ্জাব আল্লাযিনা আ'সারুল ইলমা আলায-জিওয়ায'
গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী ও রিসালায়ে-নূর	১১
খুতবায়ে-শামিয়া সম্পর্কে গ্রন্থকার সাঈদ নূরসীর ভূমিকা	১৫
রিসালায়ে-নূরের দাওয়াতী পদ্ধতি	১৭
খুতবায়ে শামিয়ার মূল অনুবাদ	৩২
প্রথম কালিমা : (আশাবাদী হওয়া)	৩৫
পূর্বোক্ত আলোচনার সারমর্ম	৪৩
প্রথম দৃষ্টান্ত	৪৯
দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত	৫০
প্রথম বাস্তবতা	৫৮
দ্বিতীয় বাস্তবতা	৫৯
তৃতীয় বাস্তবতা	৬০
উপসংহার	৬২
দ্বিতীয় কালিমা (নৈরাশ্য একটি আত্মঘাতী রোগ)	৬৪
তৃতীয় কালিমা (সত্যবাদীতা ইসলামের মূল ভিত্তি)	৬৮
চতুর্থ কালিমা (মহব্বত বা ভালোবাসা)	৭৬

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা যা অর্জন করলাম	৭৯
পঞ্চম কালিমা (পাপ-পূণ্যের গাণিতিক হার)	৮০
ষষ্ঠ কালিমা (ইসলামে শুরা বা পরামর্শের গুরুত্ব)	৮৭
উপসংহার : (সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করণ)	৯১
ইসলামী বিচার-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বাস্তবতা ও তাৎপর্য	১০৫
আলোচ্য বিষয়ের সারমর্ম	১০৭
কতিপয় বিভ্রান্তির উত্তর	১১০
প্রথম ভুল ধারণা ও তার উত্তর	১১০
দ্বিতীয় ভুল ধারণা ও তার উত্তর	১১২
পঞ্চম ভুল ধারণা ও তার উত্তর	১১৫
ষষ্ঠ ভুল ধারণা ও তার উত্তর	১১৭
সারমর্ম	১১৮
সপ্তম ভুল ধারণা ও তার উত্তর	১১৯
অষ্টম ভুল ধারণা ও তার উত্তর	১২১
নবম ভুল ধারণা ও তার উত্তর	১২৪

খুতবায়ে-শামিয়া সম্পর্কে গ্রন্থকার বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (রাহ্.)-এর ভূমিকা

সেই মহান স্রষ্টার নামে শুরু করছি, সমগ্র সৃষ্টিজগত যার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে :

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ (سُورَةُ الإِسْرَاء : ٤٤)

অর্থাৎ, "এবং (সৃষ্টজগতে) এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করে।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৪৪)

আস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্!

সম্মানিত ভাই ও বন্ধুগণ! এই রিসালা বা প্রবন্ধটি আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে তৎকালীন সিরিয়ার উলামায়ে কেরামের উপস্থিতিতে দামেস্কের জামে-উমাইয়াতে আরবী ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত প্রায় দশ হাজার শ্রোতা, যার মধ্যে তৎকালীন সিরিয়ার অন্ততঃ একশত শীর্ষস্থানীয় আলেমের উপস্থিতিতে এই ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করা হয়।

এই ভাষণে সেই বাস্তবতা প্রস্ফুটিত হয়েছে, যা 'পুরোনো সাঈদ' ঐ সময় সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনুভব করেছিলেন। আর তাতে তিনি দৃঢ়তার সাথে নিকট ভবিষ্যতের ঐ সুসংবাদ মুসলমানদের দিয়েছিলেন, যা অচিরেই বাস্তবায়িত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এই সুসংবাদ প্রদানের অব্যবহিত পরেই একের পর এক দু'টি বিশ্বযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী আরো সিকি শতাব্দি বা পঁচিশ বছরব্যপী স্বৈরাচারী শাসনের কারণে তাঁর সেই ভবিষ্যৎ বাণীর বাস্তবায়ন আরো প্রায় চল্লিশ বছর পিছিয়ে যায়। (০১) এখন এই চল্লিশ বছর পর আলমে-ইসলামের দিগন্তে উজ্জল আলোর ন্যায় সেই সুসংবাদ বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বাভাষ

(০১) উসমানীয় খেলাফতের পতনকাল অর্থাৎ, ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল বোঝানো হয়েছে।

পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা চল্লিশ বছর পূর্বে দেয়া হয়েছিল। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ শুধুমাত্র একটি পুরোনো খুতবা নয়- যার আবেদন সময়ের ধারাবাহিকতায় শেষ হয়ে গেছে। বরং তা বর্তমান মুসলিম সমাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দারস বা শিক্ষা, যা সময় ও চাহিদার কারণে সকলের উপলব্ধি করা উচিত। আর এই খুতবার আবেদন যে শেষ হয়ে যায়নি, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে, বিগত চল্লিশ বছর যাবৎ তা মুসলমানরা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রকাশ, প্রচার ও সংরক্ষণ করে আসছে।

আর সেই ভাষণে প্রদত্ত সুসংবাদের ভিত্তিতে (স্থান ও কালের তারতম্যের কারণে) যা ঘটার কথা ছিল ১৩২৭ হিজরীতে তা মধ্যবর্তী সময়ে উল্লেখিত ঘটনাসমূহের কারণে পিছিয়ে এখন ১৩৭১ হিজরীতে ঘটবে বলে ধরে নিতে হবে। আর সেই ঐতিহাসিক উমাইয়া জামে মসজিদের উপস্থিতির স্থলে বর্তমান আলমে-ইসলামের বৃহত্তর জামে মসজিদে সমবেত তিন'শ সত্তর মিলিয়ন উপস্থিতির কথা চিন্তা করতে হবে। (০২) অতএব, এই ঐতিহাসিক খুতবাটি উল্লেখিত সময়ের পরিবর্তে বর্তমান সময় এবং বিরাজমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেই উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করতে হবে বলে আমি মনে করি.

সাঈদ নূরসী

(০২) তিন'শ সত্তর মিলিয়ন বলে আলোচ্য গ্রন্থ রচনাকালীন সময়কার গোটা বিশ্বের মুসলিম জনসংখ্যা বোঝানো হয়েছে।

রিসালায়ে-নূরের দাওয়াতী পদ্ধতি
(এই অধ্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়েছে)

অতঃপর আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করে থাকেন -যাদের মধ্যে অনেক রিসালায়ে-নূরের ছাত্রও রয়েছেন, এমন কি এখনও সেই প্রশ্ন অনেকেই করে যাচ্ছেন যে :

বস্তুবাদী দর্শন ও ভ্রান্ত মতবাদের এত বিশাল প্রভাব-প্রতিপত্তি স্বত্ত্বেও রিসালায়ে-নূরের অগ্রযাত্রা কেন বিরোধীরা রোধ করতে পারছে না? যেখানে তাদের বিরোধীতার কারণে হাজারো মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় ইসলামী বই-পুস্তক প্রকাশিত হতে পারছে না, যদ্দরুন প্রচুর মানুষ তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ রিসালায়ে-নূর সেখানে যুবক শ্রেণীর বিশাল এক অংশকে ঈমানী হাকিকত হৃদয়ঙ্গম করাবার মাধ্যমে যৌবনের এমন মোক্ষম সময়ে ভ্রান্তি থেকে আলোর পথে নিয়ে এসেছে।

বিরোধীদের সকল প্রকার অপচেষ্টা, ন্যাক্কারজনক বিরোধিতা, মিথ্যা অপ-প্রচার ও মানুষকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে রিসালায়ে-নূর থেকে দূরে সরিয়ে রাখা স্বত্ত্বেও কিভাবে রিসালায়ে-নূরের এত বেশী প্রচার-প্রসার ঘটছে যে, ইতোপূর্বে আর কোন ইসলামী গ্রন্থ এত ব্যাপকভাবে জনগণের মাঝে প্রসার লাভ করেনি, এর তাৎপর্য কি? এমন কি এ পর্যন্ত রিসালায়ে-নূরের ছয় লক্ষাধীক হস্তলিখিত কপি জনগণের অব্যাহত চাহিদার কারণে নকল করা হয়েছে। দিনে দিনে এর প্রচার যেমন বাড়ছে, ঠিক তেমনি জনগণের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতাও বেড়ে যাচ্ছে, এবং মানুষ নিষেধাজ্ঞা স্বত্ত্বেও অত্যন্ত আগ্রহভরে গোপনে রিসালায়ে-নূর অধ্যয়ন করছে। দেশে এবং দেশের বাইরে প্রচুর সংখ্যক মানুষ পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে রিসালায়ে-নূরের পাঠচক্রে অংশগ্রহণ করছে?

মোটকথা, রিসালায়ে-নূর সম্পর্কে এ ধরণের অনেক প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতে চাই :

রিসালায়ে-নূর মূলতঃ পবিত্র কোরআনের প্রকৃত তাফসীর, যার মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের অসাধারণ অলৌকিকত্ব প্রমাণ করা হয়েছে। এবং এটাও বিস্তারিত প্রমাণ ও বোধগম্য ব্যাখ্যার দ্বারা দেখিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ঈমান-হারা ভ্রান্ত মতাদর্শের অনুসারিরা দুনিয়ার জীবনেই এক ধরণের কৃত্তিম জাহান্নামের আযাবের মধ্যে রয়েছে। এমনিভাবে প্রমাণ সাপেক্ষে এটাও দেখিয়ে দেয়া হয়েছে যে, শুধুমাত্র ঈমানী চেতনা ধারণ করার কারণে একজন মানুষ দুনিয়ার জীবনেই কৃত্তিম জান্নাতী সুখ ভোগ করতে পারে। আর রিসালায়ে-নূরে প্রমাণ সাপেক্ষে এটাও উপস্থাপন করা হয়েছে যে, যাবতীয় পাপকার্য, ফাসাদ ও অবৈধ সুখ আসলে এক ধরণের কৃত্তিম যন্ত্রণা, যা প্রতিনিয়ত পাপীকে দংশন করতে থাকে। ঠিক তেমনি পূণ্যকর্ম, সৎ-স্বভাব ও প্রকৃত শরীয়তের অনুসরণের মাঝে যে মানসিক তৃপ্তি ও স্বাদ রয়েছে, তা এক অর্থে দুনিয়ার জীবনে জান্নাতী সুখে অবগাহন করার মত।

রিসালায়ে-নূর এই উসলুব তথা পন্থা অনুসরণ করে মানব জীবনের এই বাস্তবতাকে বোধগম্য ও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক উপায়ে জ্ঞানপাপী পথভ্রষ্ট মানুষদের সজাগ করে তুলতে তাদের বিবেকের সামনে উপস্থাপন করেছে। কেননা, আমাদের এই যুগের মানুষ চিন্তা-চেতনার দিক থেকে মূলতঃ দু'ভাগে বা দু'টি অবস্থায় বিভক্ত :

প্রথম অবস্থা

প্রথমতঃ অপরিমিত বিবেচনা বোধ ও বস্তুবাদী মানসিকতার কারণে মানুষ পরকাল বিশ্বাস করে না। যে কারণে দুনিয়ায় মাত্র এক টাকার নগদ স্বাদকে পরকালের অফুরন্ত স্বাদের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। মানুষের এই সর্বনাশা চিন্তা-চেতনা ও মন্দ অনুভূতি বর্তমান যুগে মাত্রাতিক্রম করেছে এবং তার সুস্থ বিচার-বুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনাকে গ্রাস করে ফেলেছে। তাই নির্বোধ মানুষকে এই অধঃপতিত অবস্থা থেকে উদ্ধারের একমাত্র পথ হচ্ছে, সে যে পথভ্রষ্টতাকে সুখ ভাবছে, তা যে প্রকৃত পক্ষে তার জন্য অত্যন্ত বেদনা-দায়ক, তা প্রমাণ সাপেক্ষে তার সামনে উন্মোচিত করে দেখিয়ে দেয়া। সেই সাথে এই ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনা থেকে তাকে মুক্ত করা। কেননা, এ যুগের মানুষ পরকালের সুখ-শান্তি ও অতি মূল্যবান হীরকতুল্য নাজ-নেয়ামত সম্পর্কে জানা থাকা স্বত্ত্বেও কাঁচের টুকরার ন্যায় মূল্যহীন দুনিয়ার স্বল্পকালীন সাময়িক সুখকে তার উপর প্রাধান্য দিচ্ছে। যেমন, এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে পবিত্র কোরআনে এরশাদ করা হয়েছে :

ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْءَاخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ فِى ضَلَٰلٍۭ بَعِيدٍ (سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ :٣)

অর্থাৎ, "যারা পরকালের চাইতে পার্থিব জীবন পছন্দ করে; আল্লাহর পথে বাধা দান করে এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করে, তারা পথ ভুলে দূরে পড়ে আছে।" (সূরা ইবরাহীম : ৩)

এর উপর ভিত্তি করে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র সাময়িক লোভের বশবর্তী হয়ে এক সময়ের ঈমানদার মানুষেরা দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তির কারণে ভ্রান্ত মতবাদের প্রভুদের অন্ধ অনুসারী ও দাসে পরিণত হয়ে যায়।

এই বিপদ-জনক ধ্বংসাত্মক অবস্থা থেকে অধঃপতিত মানুষকে উদ্ধারের একমাত্র পথ হচ্ছে, জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি যে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দুনিয়ার জীবনেই শুরু হয়ে গেছে, তা প্রমাণ সাপেক্ষে তার সামনে উন্মোচিত করে দেখিয়ে দেয়া। আর দ্বীনের

তাবলীগ এবং ভ্রান্ত মানুষদের হিদায়াতের পন্থা হিসেবে রিসালায়ে-নূর এই প্রচার-পদ্ধতিই অনুসরণ করে আসছে।

আমাদের এই যুগে নাস্তিকতাবাদের জয়-জয়াকার এবং নৈতিকতা বিবর্জিত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার দৌরাত্ম ও তা থেকে সৃষ্ট বিভ্রান্তি এবং মিথ্যা আস্ফালনের কারণে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, প্রতি দশজনের মধ্যে একজন, এমন কি প্রতি বিশজনের মধ্যে মাত্র একজন যদি এমন পাওয়া যায় যে, যাকে নসীহতের মাধ্যমে আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় অবগত করানোর পর এবং অন্যায় ও পাপকার্য থেকে বিরত রাখতে জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করার পর যদিও সে কিছুটা বুঝেছে বলে মনে হয়, কিন্তু পরক্ষণেই তাকে এই বলে মন্তব্য করতে দেখা যায় যে, আল্লাহ্ পাক ক্ষমাশীল- দয়ালু...অতএব, জাহান্নাম অনেক দূরের বিষয়। এই বলে পুণরায় সে নিজেকে সেই ভ্রান্তিতে জড়িয়ে ফেলে এবং কু-প্রবৃত্তির প্রভাব তার মধ্যে এতটাই প্রাধান্য বিস্তার করে যে, সেই প্রবৃত্তির প্রভাবে অন্তর আর বিশ্বাসের উপর স্থির রাখতে পারে না।

আর এমনিভাবেই রিসালায়ে-নূর কুফর ও ভ্রান্তির কারণে দুনিয়ার জীবনে সৃষ্ট বেদনাদায়ক পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করেছে। রিসালায়ে-নূরের অধিকাংশ হিদায়াতী বিষয়ই এই মানদণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই যারা কু-প্রবৃত্তির ফাঁদে পড়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের অবক্ষয় ও বিভ্রান্তিতে পতিত হয়ে আছে, তাদের মধ্যে যাদের সামান্য বোধ-বুদ্ধি এখনও অবশিষ্ট রয়েছে, তারা সেই তুলনামূলক যুক্তিগ্রাহ্য মানদণ্ডে প্রভাবিত হয়ে কখনো কখনো তাওবা ও ইস্তিগফারের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন।

আর এই বিরল সাফল্যের মূলে রিসালায়ে-নূরের সেই ব্যতিক্রমধর্মী তুলনামূলক যুক্তিগ্রাহ্য দাওয়াতী পদ্ধতিই সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।

যেমন, উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, ভাল ও মন্দের তুলনামূলক যুক্তিগ্রাহ্য দাওয়াতী পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত কয়েকটি নমুনা